হারিয়ে যাওয়া ডানার খোঁজে

ছবির নাম ‘বিবি পায়রা’। পরিচালক অর্জুন দত্ত সিরিও–কমিক আবহে দুই বিবি পায়রার হারিয়ে যাওয়া ডানা খোঁজার গল্প বলতে চেয়েছেন।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিবাহিত নারীদের আকাঙ্ক্ষা কেড়ে নিতে চায় বহু পুরুষ। পুরুষ, মানে, তাদের স্বামীরা। আকাশ নেই, তাই সেই নারীরা ভুলে যায় তাদেরও ডানা ছিল। কিন্তু, যদি কখনও গভীর যন্ত্রণা ও নির্যাতনের মাঝখানে, তাদের মনে পড়ে যায় ডানার কথা, যদি তারা হারিয়ে যাওয়া ডানার খোঁজ করে, তা হলে? তেমনই ডানার–খোঁজ–করা দুই নারীর কথা বলেছেন পরিচালক অর্জুন দত্ত, তাঁর নতুন ছবি ‘বিবি পায়রা’য়।

দুই মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই গৃহবধূ শিউলি এবং কুমা। এক আবাসনের ভিন্ন দুটি তলায় থাকে দু’জনে। এই দুই নারীই অল্পশিক্ষিত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই তাদের। দু’জনেই স্বামীর হাতে নির্যাতিত। শিউলি উঠতে–বসতে মার খায় তার স্বামীর (অনির্বাণ চক্রবর্তী) হাতে। কুমাকেও নির্যাতন কম করে না তার স্বামী (সুব্রত দত্ত)। এখানে কুমা মানসিক নির্যাতনেরও শিকার।

এই ছবিকে দ্বিতীয়ার্ধে কমেডির মোড়ক দিয়েছেন পরিচালক। ছবির প্রথমার্ধ যেভাবে সিরিয়াস ভঙ্গিতে গল্পকে পর্দায় এগিয়ে নিয়ে যায়, মনে হয়েছে, দ্বিতীয়ার্ধে অতিরিক্ত কমেডির দরকার ছিল না। প্রথমার্ধে ‘বিবি পায়রা’ খুব সুন্দর ভাবে দুই ফ্ল্যাটে থাকা দুই নারীর অসহায়তাকে স্পষ্ট করে তোলে। এমনকী, জীবনের গল্পের মধ্যে থ্রিলারের একটা আবহও তৈরি হয়ে যায়। জীবনের গল্পে তো থ্রিলার থাকেই। অর্জুন এবং আশীর্বাদ মৈত্র খুব দক্ষতার সঙ্গে প্রথমার্ধের চিত্রনাট্য নির্মাণ করেছেন।

দ্বিতীয়ার্ধে একটু বেশি–বেশি নাটকীয়তা এসেছে, যাকে অতিনাটকীয়তা বলাই যায়। ফলে, প্রথমার্ধের বাস্তবতা থেকে ছবির গল্প একটু নড়বড়ে হয়ে ওঠে।

কিন্তু, নিজেদের লক্ষ্য থেকে সরে যাননি দুই চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক। জীবনের অনেক নির্মম সত্যকে, যা খুব নতুন নয় আমাদের সমাজে–সংসারে, পর্দায় তুলে এনেছেন অর্জুন। এবং এই ছবিতে একটি পায়রাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই বিবি পায়রাও নির্যাতনের শিকার। কিন্তু তার ডানা আছে। সেই পায়রাও যেন শিউলি আর কুমাকে জীবনের একটা গভীর শিক্ষা দিয়ে যায়। প্রথমার্ধের বিবি পায়রা দ্বিতীয়ার্ধে তাই রূপক হয়ে ওঠে। পরাবাস্তবের দিকে গিয়েও সেই পায়রা বাস্তবকে ছুঁয়ে থাকে। এই পায়রা–পর্বটা অবশ্যই পরিচালকের ভাবনার গভীরতাকে স্পষ্ট করে তোলে। এবং তিনি অভিনন্দনযোগ্য হয়ে ওঠেন। অভিনয় এ ছবির বড় সম্পদ। মধ্যবিত্ত পরিবারের ডানা–ছাঁটা দুই অল্পশিক্ষিত বধূর চরিত্রে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও পাওলি দামের অভিনয় গভীরতাস্পর্শী। দু’জনে দু’রকম স্বভাবের। কিন্তু স্বস্তিকা ও পাওলি তাঁদের অভিনয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন শিউলি আর কুমাকে। শিউলির স্বামীর চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং কুমার স্বামীর চরিত্রে সুব্রত দত্ত অসাধারণ। বিনিয়োগ–এজেন্টের ভূমিকায় অনিন্দ্য সেনগুপ্ত প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। অনির্বাণ চক্রবর্তীর অফিসের কুটিল বস হিসেবে লোকনাথ দে এক্কেবারে যথার্থ। শিউলির ননদের চরিত্রে অঙ্কিতা মাঝি এবং কুমার পিসিমার চরিত্রে ভবানী বসু মজুমদার প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরাও অল্প অবকাশেও কিন্তু মনে থেকে যান।

ক্যামেরায় সুপ্রতিম ভোল প্রশংসনীয়। মৈনাক মজুমদারের সঙ্গীত এবং শিল্পা রাও ও অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গান অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। সুজয় দত্তরায়ের সম্পাদনা গতি দিয়েছে ছবিকে।

এ ছবিতে বেশ কৌশলের সঙ্গে আইটেম গান সংযোজন করেছেন অর্জুন। সেখানে স্বস্তিকা ও পাওলি গ্ল্যামারে ঝলমলে। এবং এ ছবিতে স্বস্তিকা, পাওলির প্রায় রিয়েল ফাইটিং কম প্রাপ্তি নয়।

সিরিয়াস আবহে শুরু হলেও, দ্বিতীয়ার্ধে কমেডির দিকে এই ছবিকে নিয়ে গেছেন পরিচালক। সেখানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতিনাটকীয়তা বাড়াবাড়ি বলেও মনে হয়েছে। কিন্তু, এ ছবির অভিমুখ থেকে কখনও সরে যাননি পরিচালক। এ ছবি স্পষ্ট করে দেয়, হাজার নির্যাতনের পরেও, দুই নারীর ডানা কিন্তু আছে। নারীকেই নিজের ডানার কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রকৃত অর্থে আকাশটা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। সেই আকাশও উড়ান চায়।

একটি দৃশ্যে স্বস্তিকা ও পাওলি।

জনাই অভিনীত প্রথম ছবি দেখে যেতে পারলেন না ঠাকুমা আশা ভোসলে

বিনোদনের প্রতিবেদন: সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোসলের ছায়াসঙ্গী ছিলেন নাতনি জনাই ভোসলে। ঠাকুমা আশা ভোসলের সঙ্গে অনুষ্ঠানমঞ্চ মাতিয়েছেন গানে গানে। এই প্রথম তাঁকে দেখা যাবে বলিউড ছবি ‘দ্য প্রাইড অফ ভারত— ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ’–এর অন্যতম চরিত্র রানি সাই বাই রূপে। ছবিতে শিবাজি মহারাজের ভূমিকায় দেখা যাবে জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী অভিনেতা শ্বাষভ শেঠিকে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয়ে দেখা যাবে অর্জুন রামপাল, বিবেক ওবেরয়, শেফালি শাহ প্রমুখকে।

কিংবদন্তি গায়িকার মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক অনুষ্ঠানে নাতনির বলিউড ছবিতে অভিষেকের কথা ঘোষণা করেন ছবির পরিচালক স্বয়ং। যা শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি জনাই। ছুটে গিয়ে আশা ভোসলের পা ধরে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন। ঠাকুমা আশা ভোসলের মৃত্যুর ঠিনদিন পর নাতনি জনাই সমাজমাধ্যমে সেই ছবি পোস্ট করে বলেছেন, ‘ঠাকুমা আমার প্রথম অভিনীত ছবি দেখে যেতে পারলেন না।’ প্রসঙ্গত, জনাই–এর বাবা আনন্দ ভোসলেও বেশ কিছু বলিউড ছবিতে কাজ করেছিলেন। ছবির পরিচালক সন্দীপ সিং জনাই প্রসঙ্গে বলেন, “আমি আমার নতুন ছবি ‘দ্য প্রাইড অফ ভারত— ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ’–এর মাধ্যমে জনাইকে বলিউডে আনতে পারছি, এটা আমার কাছে বিরাট পাওনা। ওর মতো একজন প্রতিভা, যে কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের পরিবারের একজন। সেই সঙ্গে আশা ভোসলের আদরের নাতনি। এই রকম স্বনামধন্য পরিবারের একজনকে আমার ছবিতে সুযোগ দিতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে হচ্ছে।

রানি সাই বাইয়ের চরিত্রে জনাই সফল হবে বলেই আমি আশাবাদী।’

উল্লেখ্য, ‘মেরি কম’ খ্যাত প্রযোজকের পরিচালক হিসাবে এটি প্রথম ছবি।

‘দ্য প্রাইড অফ ভারত— ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ’ বাংলা, হিন্দি–সহ ছ’টি ভাষায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ২১ জানুয়ারি ২০২৭।

উজ্জ্বল স্মৃতি। ঠাকুমা আশা ভোসলের সঙ্গে জনাই।

বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু–র শুটিং শুরু

বিনোদনের প্রতিবেদন: পয়লা বৈশাখে শুটিং শুরু হল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত ও উইন্ডোজ প্রযোজিত ছবি ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’র। প্রথম দিনের শুটিংয়েই উপস্থিত ছিলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, কৌশানি মুখোপাধ্যায় এবং প্রদীপ ভট্টাচার্য। এই ছবির আভাস মিলেছিল বছরের শুরুতেই। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর সবচেয়ে বেশি চর্চায় এসেছে একটি নাম— যিশু সেনগুপ্ত। আবির চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে এবার ‘বিক্রম’ শিবপ্রসাদের সম্মুখ সমরে তিনি। যদিও অভিনেতার চরিত্র সম্পর্কে খুব একটা ভাঙতে নারাজ নির্মাতারা। তবে খবর, সিক্যুয়েলে বড় চমক অপেক্ষা করছে দর্শকের জন্য। উল্লেখ্য, ‘পোস্ত’, ‘বাবা বেবি ও’ ছবির পর আবারও নন্দিতা–শিবপ্রসাদ পরিচালকদ্বয়ের ফ্রেমে দেখা যাবে যিশুকে। ছবিতে সোহিনী সরকারও রয়েছেন। এই প্রথমবার উইন্ডোজ–এর ঘরে কাজ করছেন অভিনেত্রী। তবে শুটিংয়ের পয়লা দিনে তিনি নেই। দিন কয়েক বাদে ‘বহুরূপী ২’–এর কাজে যোগ দেওয়ার কথা সোহিনীর। রুপোলি পর্দার ইতিহাসে গত ডিসেম্বরেই জানা গিয়েছিল। সেই তালিকায় অন্যতম ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’। চবিংশের পুজোর পর্দায় কৌশানি–শিবপ্রসাদের ছকভাঙা জুটি বহুল প্রশংসিত হয়েছিল। ঝিমলি–বিক্রমের দুষ্টুমিষ্টি রসায়ন আর ডাকাতির স্ট্র্যাটেজি দেখে দর্শকমহলের পেটে যেমন খিল ধরেছিল, তেমনই তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেকথা মাথায় রেখেই ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’তে আবারও ফিরছে কৌশানি–শিবপ্রসাদ জুটি। একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে পর্দার ‘ঝিমলি’ জানালেন, ‘বহুরূপীর সিক্যুয়েল নিয়ে আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত। এটা একেবারে নতুন এক অধ্যায়।’

লাভপুরের বিষয়পুরে ননীচোরাদাস বাউলের গ্রামেও আবার শুটিং হবে, এবং তিনিও থাকবেন এই যাত্রার অংশে। ছবির সঙ্গীতেও ফিরছে পরিচিত দল— ননীচোরাদাস বাউল, বনি চক্রবর্তী, অনুপম রায়, শিলাজিৎ মজুমদার এবং অর্ঘব দত্ত। সৃজনশীল প্রযোজক হিসেবে আছেন জিনিয়া সেন, সহ–প্রযোজক সঞ্জয় আগরওয়াল। প্রযোজক–পরিচালকের আশা, এবার পুজোতেও ‘বহুরূপী’ মানুষের মন জয় করে নেবে।

যিশু সেনগুপ্ত ও শিবপ্রসাদ।

ঋত্বিক স্মরণে চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদনের প্রতিবেদন: নবীন ও প্রবীণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সৃজনশীল কাজকে মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইবিআইএফএফ)। এবছর তাদের ১২তম উৎসব। বাঘাযতীনের এপি স্ট্রিডিওতে এই উৎসবের অফিসিয়াল পোস্টার উন্মোচন করেন প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উৎসবের চেয়ারম্যান শ্রীদাস, সেক্রেটারি বিশাল বিশ্বাস, সান্ত্বনা বসু ও অরুণিমা চ্যাটার্জি প্রমুখ। এবছর চলচ্চিত্র উৎসবটি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতির প্রতি, যাঁর চলচ্চিত্র ভাবনা আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

ভারতীয় ছবির পথিকৃৎ

হীরালাল সেনকে নিয়ে এক জরুরি বই।

বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে হীরালাল সেন নামে যে মহীরুহটির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকার কথা ছিল, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কী করে তা প্রায়–বিস্মৃতির গ্রাসে নিক্ষিপ্ত হল, এ সম্পর্কে প্রচুর অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়ে লেখক আমাদের সামনে বেশ কিছু তথ্য উপস্থিত করেছেন।

এই কথা তরুণ মজুমদারের। জয়ন্তকুমার ঘোষের ‘রাত্যজনের বায়োস্কোপ’–এর মুখবন্ধে এই কথা তিনি লিখেছিলেন ২০০৮ সালে। ওই বছরই এই জরুরি বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রায় ১৭ বছর বাদে দে’জ পাবলিশিং থেকে আবার নতুন ভাবে প্রকাশিত হল এই বই। ভারতীয় সিনেমার পথিকৃৎ তো হীরালাল সেনই। তাঁকে নিয়ে যথাযথ তথ্যসমৃদ্ধ লেখার অভাব রয়েছে আজও। হীরালালের জীবন ও কাজ নিয়ে এই বইটি বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসকে বুঝতে দেখার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পরিচালিত ছবির একটি তালিকাও এখানে সংযোজিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনি থেকে ‘ভমর’ ও ‘সীতারাম’ তৈরি করেন তিনি। আছে হীরালাল পরিচালিত সংবাদচিত্র, তথ্যচিত্র, প্রচার ও বিজ্ঞাপন চিত্রের কথাও।

শ্রম, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা–সহ হীরালাল সেনকে নিয়ে এই কাজটি করেছেন জয়ন্তকুমার ঘোষ। বইটি আকারে ছোট হলেও বিষয়টি মোটেই ছোট নয়।

সোমনাথ গুপ্ত

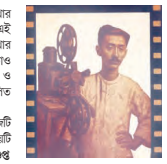

কেনারা বैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
জিন্তা এনক্লেভ, ডেয়ারি মোড়ের কাছে, সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন–৭১৩২১১

০৬.০৫.২০২৬
তারিখের
ই–নিলাম

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ ৭এনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দাবি (দেনদার বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ই-এমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের নাম ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর মেন শাখা** **খ) মেসার্স শ্যামসুন্দর ট্রামপোর্ট কোং প্রোপ্রাইটর: মিঃ গৌতম মিশ্র** মিশ্রাঞ্চ প্রোলেস অ্যান্ড কেমিক্যাল, এনএইচ-২ এর পাশে, ধরারপোর্ট গেটের বিপরীতে, ডাকুরিয়া, অডাল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৫২১ **মিঃ গৌতম মিশ্র**, পিতা- মিঃ গৌরাঙ মিশ্র ১৯, ঠাকুরা আঁচলিঙ্গি, 'নি' জেলে, ডিএসপি টাউনশিপ, পোস্ট: ও থানা- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২০৫ **মিসেস পারুলী মিশ্র**, পিতা- শচিন্দ্র মিশ্র গ্রাম ও পোস্ট:- দুর্গাদপুর, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর রোড, থানা- গজাল্লদাঘাটি, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৩৩	**ক) ₹৭৯.৭৩ লক্ষ** + ৩.০৩.২০২৬ থেকে অতযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ১৮.১১.২০২৫** **গ) ১২.০২.২০২৬**	সামান্য কমবেশি ৪৯.৩৪৬ একর বা ৩০৫১.৭ কাঠা জমিতে নির্মিত আইকিউ সিটি ফাউন্ডেশন নামক প্রোজেক্টের অ্যাপার্টমেন্ট ১ নং জোনে উপরোক্ত ব্লক না মার্লিন ক্রাফ্ট ২ (Myrtle Croft 2)-তে একটি গুদাম কাম পার্কিং স্পেস সমেত ফ্ল্যাট নং ৫৫-এর অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার অবস্থান: ৫ নং ফ্লোর, পরিমাণ ১৪৫৭ বর্গফুট, এলা আর প্রতি নং ১১০১, জে এল নং ৪৬, খতিয়ান নং: ১৯৮, এল আর খতিয়ান নং ৮৫৩, মৌজা- শোভপুর (বর্ডিডিভি), থানা- অভিরামপুর, দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩২০৬। এলাকার চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল মোতাবেক), **বিক্রিতব্য চৌহদ্দি:** উত্তর- অংশত ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা এবং অংশত আইকিউ সিটি ফাউন্ডেশনের জমি (থাকে পরিচিত জিল এসপিএস সিনার্জি ফাউন্ডেশন নামে); দক্ষিণ- খাল; পূর্ব- অংশত কাঁচা রাস্তা এবং অংশত ১০ ফুট চওড়া আইকিউ সিটি মোড়; পশ্চিম- খাল। **চতুর্সীমা চৌহদ্দি:** উত্তর- দোলা জায়গা; দক্ষিণ- সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব- ফ্ল্যাট এবং ফ্ল্যাট নং ৫৪; পশ্চিম- খোলা জায়গা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৫৫.৪১ লক্ষ** **খ) ₹৫.৫৪ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: কানাড়া ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর মেন শাখা** **মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ১৯৪১৫** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৫.৫৪ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বর্ধমান খাগড়াপুর শাখা** **খ) মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ ট্রেডার্স প্রোপ্রাইটর: শ্রী উৎপল গুপ্ত** পিতা- বাদুলেন গুপ্ত গ্রাম- শালিগ্রাম (নবদ্বা), বর্ধমান	**ক) ₹১০১.৯৮ লক্ষ** + ৩১.০৩.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ **খ) ৩১.০৫.২০২২** **গ) ৩০.০১.২০১৩**	৯ ছটাক শালি জমির অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- শালিগ্রাম, জে এল নং: ২৩, খতিয়ান নং ২২০, এল আর খতিয়ান নং ১৮৩, জেলা- বর্ধমান, **সম্পত্তির মালিকানা শ্রী উৎপল গুপ্ত, শ্রী বাপন গুপ্ত ও শ্রী আশিস গুপ্তের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ব্যাসপাল অংশের জমি অদি; দক্ষিণ- হরিহরে অংশের জমি অদি; পূর্ব- দুলাল হরি পালের জমি অদি; পশ্চিম- গ্রামীণ রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৬.৬৫ লক্ষ** **খ) ₹০.৬৭ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: কানাড়া ব্যাঙ্ক, বর্ধমান খাগড়াপুর শাখা, মোবাইল: ৯৩৩২১ ৩০৭৬৭** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹০.৬৭ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,ধাগাড়িয়া শাখা** **খ) মদন চন্দ্র কোনার** পিতা- প্রয়াত অরুণ চন্দ্র কোনার গ্রাম ও পোস্ট:- নারায়ণপুর, পারুলসার, বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৭	**ক) ₹২২.০৬ লক্ষ** + ৩১.০৩.২০২৬ থেকে অতযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ০১.০৯.২০২৩** **গ) ১৫.১২.২০২৩**	সামান্য কমবেশি দুই ডেসিমেল বাস্তু জমিতে নির্মিত বহুতল বিশিষ্টতের ৫ নং ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১৫০৩-এর অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- নারায়ণপুর, জে এল নং ০০৭, তৌজি নং ১, এল আর খতিয়ান নং ১৪, এল আর খতিয়ান নং ৩৫৮, আর এল খতিয়ান নং ৫৭১, দাগ/আর নং ৯৯, **সম্পত্তির মালিকানা মদন চন্দ্র কোনার-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- আশিস কর্মকার জমি; দক্ষিণ- নবকুমার রায়ের বাড়ি; পূর্ব- নারায়ণপুর থেকে ধাগাড়িয়া যাওয়ার পাকা রাস্তা; পশ্চিম- নবকুমার রায়ের বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৯৬.০০ লক্ষ** **খ) ₹১.৯০ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: কানাড়া ব্যাঙ্ক, ধাগাড়িয়া শাখা, মোবাইল: ৯৯৯২২ ৪৩৪১০** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৯০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, আসানসোল-II শাখা** **খ) মিঃ অপূর্ব চক্রবর্তী** ১ নং মহিলিনা, শিত্রালসিনা অ্যাপার্টমেন্ট, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০৩	**ক) ₹৪.০৪ লক্ষ** + ৩১.০৩.২০২৬ থেকে অতযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ২৭.০৫.২০২৫** **গ) ৩০.০৭.২০২৫**	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বর্ণ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত ৪ই জমিতে নির্মিত 'অনিন অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের ৪ নং ফ্লোরে **অপূর্ব চক্রবর্তীর স্বত্ববীজে** সমানা কমবেশি ৩৩০ কাঁথুড়ি ফুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট জ্যাসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এন৪/ই, ডবসহ ওই বিল্ডিংয়ের প্রাইভেট ফ্লোরে ১৫২ বর্গফুট মাপের একটি কার পার্কিং স্পেস ও ২০ কাঁথুড়ি মাপের একটি চু-ইফোর পার্কিং স্পেসের অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ২৬৩, আর এল খতিয়ান নং ৯৭৯, হেস্টিংস নং ৩১১, ওয়ার্ড নং ৮৫ (নতুন), ১৮ (পুরনো), ১ নং মহিশিলা কলোনি রোড। **এলানাবাড়ি ('অনিন অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিং) এরপে চৌহদ্দি পরিসরীচিত:** উত্তর- মিঃ লালসেন বাড়ি; দক্ষিণ- মিঃ হাজরার বাড়ি; পূর্ব- রাস্তা; পশ্চিম- মিঃ সাদতের বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৪.১৯ লক্ষ** **খ) ₹৪.৩২ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: বর্ধমান শাখা, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯৪১৬** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৪.৩২ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা** **খ) মেসার্স বাঁকুড়া সরাসরানি ভাণ্ডার** নং ২৮, কাঁসারি বাজার, গ্রাম- বিরাটিকুরি, পোস্ট:- লাড়ুকান্দি, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০১ **মিঃ আনন্দ ঘোষ** পিতা- প্রয়াত বিশাকর ঘোষ, বিরাটিকুরি, পোস্ট:- লড়ুকান্দি, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০১ **মিঃ মির মহম্মদ ইউসুফ** পিতা- মির মহম্মদ মুন্না, খাগড়াডড়িয়া, কেউপুর (মিলনপল্লী), বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০৪	**ক) ₹১১২.০৪ লক্ষ** + ৩১.০৩.২০২৬ থেকে অতযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ১৪.০১.২০০৯** **গ) ০৬.০৩.২০১২**	**মির মহম্মদ ইউসুফ**-এর নামে ০.০৬৬ একর মাপের জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার অবস্থান: জে এল নং ৪৫, মৌজা- কৃষ্ণপুর (কেউপুর), খাগড়াডড়িয়া, খতিয়ান নং (আর এস নং- এল আর ৪০৯), প্লট নং ৬৩২, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, **সম্পত্তির মালিকানা মির মহম্মদ ইউসুফ-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- শেখ কাশেমের আবাসবাড়ি; দক্ষিণ- পরিসর; পূর্ব- শেখ লেদোরা আবাসবাড়ি; পশ্চিম- শেখ আজাদের আবাসবাড়ি এবং পরিসর। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৩.১৯ লক্ষ** **খ) ₹৩.৫৭ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: পানাগড় শাখা** **মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯৪৩১** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹০.৬১ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, পানাগড় শাখা** **খ) বামাপদ চট্টোপাধ্যায়** পিতা- মদন মোহন চট্টোপাধ্যায় অমরাগড় পশ্চিমপাড়া, পোস্ট:- অমরাগড়, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১৪৮	**ক) ₹১৩.৬৭ লক্ষ** + ৩১.০৩.২০২৬ থেকে অতযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ১০.০৭.২০২৪** **গ) ০৫.১০.২০২৪**	উপরিনির্মিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৪.৫ শতক জমির অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার অবস্থান: আর এস এবং এল আর প্লট নং ২২৬৯, এল আর খতিয়ান নং ১৭৩১, জে এল নং ৫৭, মৌজা- অমরাগড়, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, ভাদাবি হাল পঞ্চায়েত, হেস্টিংস নং ৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- রাস্তা; দক্ষিণ- অক্ষয় ঘোষের সম্পত্তি; পূর্ব- পুকুর; পশ্চিম- মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৮.১০ লক্ষ** **খ) ₹০.৯১ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: পানাগড় শাখা** **মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯৪৩১** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹০.৯১ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৭.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, পানাগড় শাখা** **খ) কৃষ্ণবিহারী কর্মকার** প্রমাংশ- মণিচুম্বন কর্মকার আউশগ্রাম, পোস্ট:- অমরাগড়, বর্ধমান, পিন-৭১৩১৫৫	**ক) ₹১৬